যুগান্তর

তারিখ 01 JUN 2016
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ১

গাজীপুরে প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ

গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুর সদর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. কামরুল হাসানের বিরুদ্ধে নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ সব অনিয়মের কারণে প্রতিনিয়ত হয়রানির শিকার হচ্ছেন বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। এ অফিসের কর্মকর্তাদের 'কাছে জিম্মি হয়ে আছে কয়েকশ' শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। গাজীপুর সদর উপজেলায় ১৬১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৬৫৭টি অনুমোদিত কিন্ডারগার্টেন স্কুল রয়েছে। এ সব স্কুল থেকে বিভিন্ন সময়ে নানা অযুহাতে টাকা-পয়সা হাতিয়ে নেয়া হয়। এ ব্যাপারে গাজীপুর জেলা কেজি স্কুল অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী, গাজীপুরের জেলা প্রশাসকের কাছে পৃথক অভিযোগও দিয়েছেন। অভিযোগে জানা গেছে, গাজীপুর সদর উপজেলা শিক্ষা অফিসার মো. কামরুল হাসানের কাছে উপজেলার প্রাথমিক ও কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলো জিম্মি হয়ে আছে। তার বিরুদ্ধে টাকার বিনিময়ে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার ফলাফল পরিবর্তন ও ২০১৫ সালের প্রাথমিক সমাপানী পরীক্ষায় বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নম্বর বৃদ্ধি করে তাদের এপ্লাস ও বৃত্তি পাইয়ে দেয়ার অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া পঞ্চম শ্রেণীর সাজেশন বই ছাপিয়ে শিক্ষার্থীদের সেই বই নিতে বাধ্য করা, প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত কেজি স্কুলগুলোকে উচ্চ মূল্যে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র নিতে বাধ্য করা, প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত কেজি স্কুলগুলোকে বোর্ড বই প্রদানের ক্ষেত্রে হয়রানি এবং ২য় কিস্তিতে বই প্রদানের নামে অফিসে ডেকে নিয়ে টাকা আদায় করা, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীর প্রশংসাপত্র ছাপিয়ে তা ৩০ টাকা করে নিতে বাধ্য করা হয়। যদিও এ প্রশংসাপত্র নিজ নিজ বিদ্যালয় থেকে দেয়ার কথা। মডেল টেস্ট পরীক্ষার নাম করে পরীক্ষার্থীদের ৮০ টাকা করে ফিস দিতে বাধ্য করা, ভিআর ফরম নেয়া বাবদ ১০০ থেকে ৫০০ টাকা করে দিতে বাধ্য করা, ছবি আঁকা বই ছাপিয়ে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ২০০ টাকা করে নেয়া, জরিপ ফরম জমা নেয়ার জন্য ১০০ টাকা, পোস্টার ও ব্যানার তৈরি বাবদ প্রতিটি স্কুল থেকে আড়াই থেকে তিন হাজার টাকা করে নেয়া, নতুন কেজি স্কুল স্থাপনের অনুমতি নিতে ৩০ থেকে ৫০ হাজার টাকা করে নেয়ার অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া বিদ্যালয়গুলোতে ই-মেইল আইডি খোলার জন্যও এক হাজার টাকা করে নেয়া হয়। অভিযোগ রয়েছে, সরকার থেকে বিভিন্ন সময়ে স্কুলগুলোর জন্য শিক্ষা উপকরণ ও সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য টাকা পাঠানো হয়। সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের স্লিপ কমিটির মাধ্যমে এ সব উপকরণ কেনার কথা থাকলেও নামমাত্র কিছু উপকরণে কিনে ওই স্কুলগুলোকে দিয়ে টাকা আত্মসাৎ করেন। এ ব্যাপারে গাজীপুর সদর উপজেলা শিক্ষা অফিসার মো. কামরুল হাসান যুগান্তরকে জানান, কিছু প্রতিষ্ঠান তার কাছে অনৈতিক সুবিধা চায়। আর সে সুবিধা না দেয়ায় তারা তার বিরুদ্ধে অসত্য অভিযোগ করছে। তার বিরুদ্ধে আনা এসব অভিযোগের কোনো ভিত্তি নেই। তিনি কোনো অনিয়ম ও দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত নন।